তথ্যপুস্তিকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল
জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-২০১৭
(ডব্লিউবিজেইই–২০১৭)

পরীক্ষার তারিখ:
২৩.০৪.২০১৭ (রবিবার)

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড
একিউ-১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি,
কলকাতা-৭০০ ০৯১

Version: 1, Release Date: 5th January, 2017

অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি

অনলাইনে আবেদন শুরু করার আগে প্রার্থীদের এই তথ্যপুস্তিকাটি ভাল করে পড়ে নিতে হবে।
এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারী না হওয়া দরখাস্ত(গুলি) বাতিল করা হতে পারে।

১.	ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর জন্য আবেদন কেবল অনলাইন পদ্ধতিতেই করা যাবে। এই পরীক্ষায় কোনও মুদ্রিত আবেদনপত্রের ব্যবস্থা নেই।
২.	আবেদনের আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, আবেদনকারী **www.wbjee.nic.in** বা **www.wbjeeb.in** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া প্রকৃত অনলাইন আবেদনপত্রটিই পূরণ করছে।
৩.	**আবেদনকারীর একটি চালু মোবাইল নম্বর এবং একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা আবশ্যক।** ভবিষ্যতের যাবতীয় যোগাযোগ ও বার্তা আদান-প্রদান কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডির মাধ্যমেই করা হবে। নিবন্ধীকৃত নয় এমন কোনও মোবাইল নম্বর বা ই-মেল আইডি থেকে আসা যে কোনও প্রকার বার্তা আসল/অফিসিয়াল হিসেবে গণ্য হবে না এবং এগুলি অগ্রাহ্য করা হতে পারে। কোনও প্রার্থীর তরফে ভুল/অনিবন্ধীকৃত/অবিদ্যমান/পরিবর্তিত কোনও মোবাইল নম্বর এবং/বা ই-মেল আইডি থেকে পাঠানো বার্তা গৃহীত না হলে বা অগ্রাহ্য করা হলে তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবে দায়ী থাকবে না।
৪.	অনলাইনে আবেদন শুরু করার আগে প্রার্থীদের এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া অনলাইন ফর্মপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ভাল করে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৫.	খেয়াল থাকুক, একবার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের তথ্যাবলি অর্থাৎ, **পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং পরীক্ষার্থীর জন্মতারিখ** লিখে সাবমিট করা হলে, সেগুলি **সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই বদল/পরিবর্তন/সংশোধন করা যাবে না।** এর পাশাপাশি পরীক্ষার হলে ঢোকা, কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিলযোগ্য স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র, কাস্ট/ক্যাটেগরি শ্রেণীভুক্তির সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে অনলাইনে এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় দেওয়া তথ্যাবলি হুবহু মিলতেই হবে।
৬.	দ্বৈত (ডুপ্লিকেট) আবেদন করার চেষ্টা করবে না।
৭.	অন্য কোনও ব্যক্তিকেই তোমার অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড, সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের উত্তর জানাবে না।
৮.	এই তথ্যপুস্তিকায় উল্লিখিতমতো ফরম্যাট ও সাইজে তোমার স্ক্যান করানো ছবি, স্বাক্ষর এবং বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ আপলোড করবে।
৯.	অনলাইনে আবেদনের সময় তোমার দেওয়া কোনও তথ্য **(পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং জন্মতারিখ বাদে)** সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা কেবলমাত্র নির্ধারিত সংশোধনের মেয়াদেই (Window Period of Correction) করতে হবে কারণ, **ওই নির্ধারিত মেয়াদের পর সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলিতে আর কোনও সংশোধন/পরিমার্জন করা যাবে না।**
১০.	তোমার আপলোড করা ছবি, স্বাক্ষর বা বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপে ত্রুটি সংক্রান্ত কোনও এসএমএস বা ই-মেল পেলে **একদিনের মধ্যেই** তোমায় তা **সংশোধন** সংক্রান্ত কাজ করে নিতে হবে।

১১.	**ডব্লিউবিজেইই-২০১৭** পরীক্ষায় বসার জন্য **অ্যাপ্লিকেশন ফি** বাবদ লাগবে **₹৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র)** এবং এর সঙ্গে **প্রযোজ্যমতো ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক যোগ হবে**। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ই-চালানের মাধ্যমে নগদে কিংবা 'নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড'-এর মাধ্যমে **ক্যাশলেস মোডেও এই** পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া যাবে। পেমেন্ট স্ট্যাটাস অনলাইনেই আপডেট হবে এবং এই কারণে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'OK' দেখাবে। ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্কে দেরি/ফেইলিয়োর বা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট গেটওয়ে (EPG)-তে ট্রানজাকশন ফেইলিয়োরের মতো বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য দেরি হতেও পারে। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পেমেন্ট স্ট্যাটাস 'OK' না দেখায়, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে— (ক) পরীক্ষার ফি ই-চালানের মাধ্যমে নগদে জমা দেওয়া হয়ে থাকলে, তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করতে হবে। (খ) নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করে থাকলে এবং EPG-তে Transaction Failure দেখালে, পরীক্ষার্থীকে ফের আর একবার পেমেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে। **ব্যাঙ্ক বা EPG-তে Payment Failure-এর ঝামেলা এড়াতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো না।**
১২.	কনফার্মেশন পেজ, অ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদির কপি খুব সাবধানে নিরাপদ কোনও স্থানে সুরক্ষিতভাবে রাখো। এগুলির ডুপ্লিকেট কপি জেনারেট করা সম্ভব নয়।
১৩.	পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে এখানে যোগাযোগ করতে পারো: **কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস** **ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড** **একিউ-১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১** **পরীক্ষা সংক্রান্ত হেল্পডেস্কের নম্বর: শুল্কমুক্ত হেল্পলাইন: ১৮০০-৩৪৫০-০৫০, ০৩৩-২৩৬৭ ১১৪৯/৫৯/৯৯** **ই-মেল: www.wbjeeb.in ওয়েবসাইটে <Contact Us> লিঙ্ক**

১.০	**ভূমিকা**
	ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ দেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির জন্য একটি সাধারণ পরীক্ষা আয়োজনের উদ্দেশে ভারতীয় সংবিধানের ১৬২ নং ধারাধীনে ০২.০৩.১৯৬২ তারিখ সংবলিত 828-Edn(T) মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড (ডব্লিউবিজেইইবি) গঠিত হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগে এই বোর্ড বিভিন্ন পেশাদারি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরীয় কোর্সে ভর্তির জন্য সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি আয়োজনে স্বচ্ছতার মাত্রা ক্রমাগত বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। **‘দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড অ্যাক্ট, ২০১৪’ নামিত ‘২০১৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIV’** মোতাবেক এই বোর্ড বিধিবদ্ধ বোর্ডের মর্যাদা লাভ করেছে। রাজ্যের যে কোনও কলেজ বা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাদারি ও কর্মমুখী নানাবিধ কোর্সে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরের কোর্সে ভর্তির জন্য সাধারণ, সংযুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক, প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষমতা এই বোর্ডের রয়েছে। এই রাজ্যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কোর্সগুলিতে ভর্তির উদ্দেশে অনলাইন আবেদন গ্রহণ এবং ই-কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আসন বণ্টন প্রক্রিয়া ২০১২ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৭–২০১৮ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ এবং সেল্ফ ফিনান্সড প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচার কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য এই বোর্ড একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করবে। বর্তমানে বোর্ড অফিসের ঠিকানা হল: **একিউ-১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ০৯১** **ফোন: ০৩৩-২৩৬৭ ১১৯৮, টেলিফ্যাক্স: ০৩৩-২৩৬৭ ১১৪৮, ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in**
২.০	**ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন–২০১৭:**
২.১	**পরীক্ষাপদ্ধতি:** এটি হল পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজের পাশাপাশি সেল্ফ ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচারের মতো বিভিন্ন কোর্সের ডিগ্রিস্তরে ভর্তির সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা যা অফলাইন পদ্ধতিতে (পেন-পেপার ভিত্তিক পরীক্ষা) আয়োজিত হবে।
২.২	**পরীক্ষার বিষয়সমূহ:** **‘ডব্লিউবিজেইই-২০১৭’** পরীক্ষাটি **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি** বিষয়ের ওপর নেওয়া হবে। এই পরীক্ষায় দুটি পেপারের প্রশ্নপত্র হবে। **‘পেপার-১’ হবে ম্যাথমেটিক্স এবং ‘পেপার-২’ হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি যৌথ বিষয়ের ওপর।** ১. যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তির জন্য পেপার-১ এবং পেপার-২ দুটি পেপারে পরীক্ষায় বসাই বাধ্যতামূলক। ২. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য পেপার-১ এবং পেপার-২ দুটি পেপারে পরীক্ষাতেই বসা বাধ্যতামূলক। ৩. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্য কোনও ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য ম্যাথমেটিক্স বিষয়ের পেপারে বসা বাধ্যতামূলক নয়। এক্ষেত্রে কেবল ‘ফিজিক্স + কেমিস্ট্রি’ (অর্থাৎ, পেপার-২)-এর নম্বর বিবেচনা করা হবে। ৪. পেপার-১ ও পেপার-২ উভয় পেপারের পরীক্ষাতেই বসা পরীক্ষার্থীরাও ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২.৩ **পরীক্ষার সিলেবাস:** 'ডব্লিউবিজেইই-২০১৭' পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বিশদ সিলেবাস এই তথ্যপুস্তিকার ইংরেজি সংস্করণে Appendix VII-তে দেওয়া আছে।

২.৪ **ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষার সূচি:**

পরীক্ষার তারিখ	পেপার/ বিষয়	সময় নির্ঘণ্ট
২৩.০৪.২০১৭ (রবিবার)	পেপার-১ (ম্যাথমেটিক্স)	বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা
	পেপার-২ (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি)	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে

ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষার উপরিলিখিত সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কোনও পরীক্ষার্থী বসতে না পারলে কোনও পরিস্থিতিতেই পরবর্তী কোনও পরীক্ষা আয়োজন করা হবে না।

২.৫ **ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরন:**

এই তথ্যপুস্তিকার ইংরেজি সংস্করণে Appendix VII-তে উল্লিখিত ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষার সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলি করা হবে।

প্রতিটি বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনস (এমসিকিউ) টাইপের হবে, যেগুলিতে প্রতিটি প্রশ্নের চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকবে।

প্রতিটি বিষয়ে তিন ক্যাটেগরির (প্রকার) প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। ক্যাটেগরি অনুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা এবং প্রতি প্রশ্নের সর্বাধিক নম্বর এখানে নিচের টেবলে দেওয়া হল:-

	ক্যাটেগরি-১ মান-১	**ক্যাটেগরি-২** মান-২	**ক্যাটেগরি-৩** মান-২	মোট প্রশ্নের সংখ্যা	পূর্ণমান
	প্রশ্নসংখ্যা	প্রশ্নসংখ্যা	প্রশ্নসংখ্যা		
ম্যাথমেটিক্স	৫০	১৫	১০	৭৫	১০০
ফিজিক্স	৩০	৫	৫	৪০	৫০
কেমিস্ট্রি	৩০	৫	৫	৪০	৫০

ক্যাটেগরি-১-এর প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে: কেবলমাত্র একটি উত্তর ঠিক

ক্যাটেগরি-২-এর প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে: কেবলমাত্র একটি উত্তর ঠিক

ক্যাটেগরি-৩-এর প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে: এক বা একাধিক উত্তর ঠিক

২.৬ **পরীক্ষার সময় উত্তর চিহ্নিত করার পদ্ধতি:**

(ক) প্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষভাবে নকশা করা অপটিক্যাল মেশিন-রিডেব্‌ল রেসপন্স (**OMR**) শিটে চিহ্নিত করতে হবে, যা কেবলমাত্র বিশেষভাবে নকশা করা মেশিনসমূহ দ্বারা অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন পদ্ধতিতে মূল্যায়িত হবে এবং এই কারণে উত্তর চিহ্নিত করার যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) প্রতিটি প্রশ্নের চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন অনুযায়ী OMR শিটের যথাযথ স্থানের **বৃত্তটি নীল বা কালো বল পয়েন্ট পেন দিয়ে পুরোপুরি ভরাট করে উত্তর চিহ্নিত করবে।**

(গ) চিহ্নিত করার অন্য সমস্ত পদ্ধতিগুলিতে অর্থাৎ, বৃত্ত(গুলি) অসম্পূর্ণভাবে ভরাট করা, পেনসিল দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা, বৃত্তের মধ্যে টিক (✓) চিহ্ন দেওয়া, ডট্ (.) চিহ্ন দেওয়া, বৃত্তাকার দাগ দেওয়া, কেটে দিয়ে ফের লেখা, আঁচড় কাটা, মুছে দেওয়া, হোয়াইট ইঙ্ক ব্যবহার করা, বৃত্তের বাইরে ভরাটের অংশ চলে যাওয়া ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র (OMR) ত্রুটিপূর্ণ/আংশিক/বিভ্রান্তিকরভাবে পড়া হতে পারে। **এমন ধরনের কোনও ঘটনার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না।**

(ঘ) একবার কোনও প্রশ্নের উত্তর OMR শিটে চিহ্নিত করে ফেললে তা কোনওভাবেই সংশোধন/পরিবর্তন/মুছে ফেলা যাবে না। এই কারণে পরীক্ষার্থীদের কোনও প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করার সময় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের এবং অজানা প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করার বৃত্তে বা সমগ্র OMR শিটে কোনও অবাঞ্ছিত আঁচড় না কাটার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২.৭ **নম্বর বণ্টনের পদ্ধতি:-**

প্রশ্নের ধরন: **নম্বর বণ্টনের পদ্ধতি:**

ক্যাটেগরি-১ :
ক) কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য উত্তরই ঠিক।
খ) প্রতিটি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মিলবে ১ (এক) নম্বর।
গ) প্রতিটি ভুল উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ০.২৫ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে।
ঘ) একাধিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি উত্তর ঠিক হলেও তা ভুল উত্তরদান হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রেও ০.২৫ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে।

ক্যাটেগরি-২ :
ক) কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য উত্তরই ঠিক।
খ) প্রতিটি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মিলবে ২ (দুই) নম্বর।
গ) প্রতিটি ভুল উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ০.৫০ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে।
ঘ) একাধিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি উত্তর ঠিক হলেও তা ভুল উত্তরদান হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রেও ০.৫০ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে।

ক্যাটেগরি-৩ :
ক) এক বা একাধিক উত্তর ঠিক হতে পারে।
খ) কেবলমাত্র সবক'টি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করলে তবেই পুরো ২ (দুই) নম্বর মিলবে।
গ) একাধিক উত্তর সমবায় চিহ্নিত করার মধ্যে একটি উত্তরও ভুল হলে তা ভুল উত্তরদান হিসেবেই গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে একদিকে যেমন কোনও নম্বর মিলবে না, তেমনই কোনও নম্বর কাটাও হবে না।
ঘ) অংশত ঠিক উত্তরদানের ক্ষেত্রে (একটিও ভুল থাকা চলবে না) নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নম্বর মিলবে:-
প্রাপ্তব্য নম্বর = ২ × (কতগুলো ঠিক উত্তর চিহ্নিত করা হয়েছে ÷ ওই প্রশ্নের মোট যতগুলো ঠিক উত্তর রয়েছে)

ওপরের প্রতিটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রেই ছেড়ে দেওয়া বা চিহ্নিত না করা উত্তরের জন্য কোনও নম্বর মিলবে না বা কোনও নম্বর কাটাও হবে না।

২.৮ **মেধাতালিকা তৈরির পদ্ধতি এবং মেধাতালিকা প্রকাশ:**

ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র আগে লেখা বিষয়গুলির (পেপারসমূহ) ক্রম এবং তার পর সেগুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে এই বোর্ড নিচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী দুটি পৃথক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে:

ক. **মেধাতালিকা-১: (General Merit Rank বা GMR)**

(a) এই মেধাতালিকা 'GMR' নাম ও রূপে তৈরি হবে যা তালিকাভুক্ত সকল ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ আর্কিটেকচার কোর্সসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(b) উক্ত তালিকার মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপলব্ধ ডিগ্রিস্তরীয় ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(c) এই মেধাতালিকা ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র সমস্ত বিষয়গুলিতে (অর্থাৎ, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি) বসে থাকা পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে তৈরি করা হবে।

(d) এই মেধাতালিকা ওপরে উল্লিখিতমতো সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বর

	ক্রমহ্রাসমানভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হবে। অবশ্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর সমান (টাই) হয়ে যেতে পারে, এবং এমন ক্ষেত্রগুলিতে এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া 'টাইব্রেকিং রুলস'-এর বিধি মেনে মেধাতালিকায় পরীক্ষার্থীদের স্থান নির্দেশ করা হবে। (e) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা মেধাতালিকা অর্থাৎ, SC র‍্যাঙ্ক, ST র‍্যাঙ্ক, OBC-A র‍্যাঙ্ক, OBC-B র‍্যাঙ্ক, PwD র‍্যাঙ্ক, TFW র‍্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করা হবে। তবে, প্রতিযোগিতামূলক আসন বণ্টন এবং কাউন্সেলিংয়ের সময় একজন পরীক্ষার্থীর **GMR** প্রযোজ্য/বিচার্য হবে।
	খ. **মেধাতালিকা-২: (Pharmacy Merit Rank বা PMR)** (a) এই মেধাতালিকা 'PMR' নাম ও রূপে তৈরি হবে যা তালিকাভুক্ত সকল ফার্মাসি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপলব্ধ ডিগ্রিস্তরীয় ফার্মাসি কোর্সসমূহে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপলব্ধ ডিগ্রিস্তরীয় ফার্মাসি কোর্স বাদে) ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (b) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপলব্ধ ডিগ্রিস্তরীয় ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে GMR প্রযোজ্য/বিবেচ্য হবে। (c) এই মেধাতালিকা ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র কেবলমাত্র ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির সম্মিলিত পেপারে বসে থাকা পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে তৈরি করা হবে। (d) এই মেধাতালিকা ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র কেবলমাত্র ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির সম্মিলিত পেপারে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বর ক্রমহ্রাসমানভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হবে। অবশ্য, এখানেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর সমান (টাই) হয়ে যেতে পারে, এবং এমন ক্ষেত্রগুলিতে এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া 'টাইব্রেকিং রুলস'-এর বিধি মেনে মেধাতালিকায় পরীক্ষার্থীদের স্থান নির্দেশ করা হবে। (e) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা মেধাতালিকা অর্থাৎ, SC র‍্যাঙ্ক, ST র‍্যাঙ্ক, OBC-A র‍্যাঙ্ক, OBC-B র‍্যাঙ্ক, PwD র‍্যাঙ্ক, TFW র‍্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করা হবে। তবে, প্রতিযোগিতামূলক আসন বণ্টন এবং কাউন্সেলিংয়ের সময় একজন পরীক্ষার্থীর PMR প্রযোজ্য/বিচার্য হবে।
২.৯	**মেধাতালিকা তৈরিতে টাইব্রেকিংয়ের নিয়মাবলি:**
২.৯.১	**মেধাতালিকা-১ (GMR)** তৈরিতে টাইব্রেকিংয়ের বিধি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাতালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (a) ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে সবচেয়ে কম নেগেটিভ মার্ক (b) ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স বিষয়ে সম্মিলিতভাবে বেশি পজিটিভ মার্ক (c) ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে বেশি পজিটিভ মার্ক (d) ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (e) ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (f) ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (g) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (h) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (i) ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক (j) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক
২.৯.২	**মেধাতালিকা-২ (PMR)** তৈরিতে টাইব্রেকিংয়ের বিধি: ফার্মাসির মেধাতালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (a) ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (b) কেমিস্ট্রি বিষয়ে বেশি পজিটিভ মার্ক (c) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কম নেগেটিভ মার্ক

	(d) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (e) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক (f) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (g) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক
২.৯.৩	**মেধাতালিকা-১ (GMR) এবং মেধাতালিকা-২ (PMR)-এর জন্য অন্তিম টাইব্রেকিং:** ওপরে লেখা টাইব্রেকিংয়ের বিধিগুলি প্রয়োগ করার পরেও যদি কোনও ক্ষেত্রে 'টাই' থেকে যায়, তাহলে তা পরীক্ষার্থীদের জন্মতারিখ দ্বারা ভাঙা হবে এবং এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী পরীক্ষার্থীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী পরীক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই নিয়ম GMR এবং PMR উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
২.১০	**পরীক্ষার (ডব্লিউবিজেইই-২০১৭) নিয়মাবলি:** পরীক্ষা চলায় সময় পালনীয় নিয়মাবলি এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৮** অংশে দেওয়া আছে।
৩.০	**ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে বসার যোগ্যতামান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা:**
৩.১	**ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে বসার যোগ্যতামান:** (a) নাগরিকত্ব: পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ভারতের নাগরিক** হতে হবে। (b) **বয়সসীমা:** (i) ৩১.১২.২০১৭ তারিখের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর **বয়সের নিম্নসীমা হল ১৭ (সতেরো) বছর**। ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে বসার জন্য **বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই**। ০১.০১.২০০১-এর পরে জন্মানো কোনও প্রার্থী ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। (ii) অবশ্য, ডিগ্রিস্তরীয় **মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি**র জন্য ৩১.১২.২০১৭ তারিখের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়সের নিম্নসীমা হল ১৭ (সতেরো) বছর এবং ৩১.১২.২০১৭ তারিখে ভিত্তিতে **বয়সের উর্ধ্বসীমা হল ২৫ (পঁচিশ) বছর**।
৩.২	**সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতামান:**
৩.২.১	ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে পেপার-১ এবং পেপার-২ উভয়েতেই বসার জন্য (মেধাতালিকা-১ অর্থাৎ, GMR-তে অন্তর্ভুক্ত হতে): (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, **'১০+২' পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্সে**র পাশাপাশি কেমিস্ট্রি/বায়োটেকনোলজি/বায়োলজি/কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এর যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে **রেগুলার ক্লাস মোডে** উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) '১০+২' পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩০% নম্বর সহ ইংরেজি বিষয়ে পাস করে থাকতে হবে। (d) উপরিলিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বা বোর্ডটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।
৩.২.২	ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে কেবলমাত্র পেপার-২-তে বসার জন্য (মেধাতালিকা-২ অর্থাৎ, PMR-তে অন্তর্ভুক্ত হতে): (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, '১০+২' পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির সঙ্গে ম্যাথমেটিক্স/বায়োটেকনোলজি/বায়োলজি/কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এর যে কোনও একটি নিয়ে রেগুলার ক্লাস মোডে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই বিষয়গুলির প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে।

	(b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) '১০+২' পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩০% নম্বর সহ ইংরেজি বিষয়ে পাস করে থাকতে হবে। (d) উপরিলিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বা বোর্ডটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। (e) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অফ ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির যোগ্যতামান এখানে এর পরে '৩.৩.১.২-a' ধারায় দেওয়া আছে।
৩.২.৩	শিক্ষাগত যোগ্যতামানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়: • **২০১৭ সালে কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, '১০+২' স্তরের বোর্ড পরীক্ষায় বসতে চলা পরীক্ষার্থীরাও ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে বসতে পারবে**; তবে, এই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় ওপরে লেখা নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর সহ উত্তীর্ণ হতে না পারলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী আসন বণ্টনের জন্য বিবেচ্য হবে না।
৩.২.৪	**পরীক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতামান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড অনলাইন আবেদনের সময় পরীক্ষার্থীর দেওয়া কোনও তথ্য বা পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ধারক জন্মতারিখ, আবাসিকতা, উপার্জন, সংরক্ষণের শ্রেণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করে না। কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীর দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করে। পাশাপাশি, অনলাইন আবেদনের নির্ধারিত শেষ তারিখের পর পরীক্ষার্থীর দেওয়া কোনও তথ্য পরিবর্তন/সংশোধনের কোনও সুযোগ মেলে না। পরীক্ষার্থীর যাবতীয় নথি ও সেগুলির সত্যতা যাচাই কেবলমাত্র কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় করা হয়। যদি পরীক্ষার পরে কোনও পর্যায়ে তথ্যযাচাইয়ে এমনটা মেলে যে, কোনও পরীক্ষার্থী অন্য কোনও কারণে অযোগ্য, তাহলে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে মেধাতালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রার্থীপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং, চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত বিধি ও মানের নিরিখে অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে র‍্যাঙ্কপ্রাপ্তি বা মেধাতালিকাভুক্তি কোনও পরীক্ষার্থীকে তার ভর্তির দাবির স্বপক্ষে অধিকার বা গ্যারান্টি দেয় না বা, দেয় বলে ধরা যাবে না।
৩.৩	**বিশেষত নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির বিশেষ যোগ্যতামান বা বিশেষ কিছু কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্ধারক কর্তৃপক্ষের বিধি ও নিয়মাবলি এখানে নিচে দেওয়া হল। বাকি সকল প্রতিষ্ঠান ও কোর্সগুলিতে ভর্তির যোগ্যতামান আগে ৩.২ ধারায় দেওয়া হয়েছে।**
৩.৩.১	**কিছু প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট যোগ্যতামান:**
৩.৩.১.১	**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** **(a) '<u>জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি' বাদে বাকি সমস্ত কোর্সের ক্ষেত্রে:</u>** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি** নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর-সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) এবং ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে। **(b) <u>'জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি' কোর্সের ক্ষেত্রে:</u>** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় **ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্সে**র সঙ্গে কেমিস্ট্রি/বায়োটেকনোলজি/বায়োলজির মধ্যে অন্তত একটি বিষয় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০%) নম্বর-সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) এবং ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে।

৩.৩.১.২	**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে ভর্তির ক্ষেত্রে:** **(a) <u>ব্যাচেলর অফ ফার্মাসি-সহ সমস্ত উপলব্ধ কোর্সসমূহ (আর্কিটেকচারের পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্স বাদে):</u>** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি** নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫%) নম্বর-সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) এবং ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে। **(b) <u>আর্কিটেকচারের পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্স:</u>** ওপরে লেখা নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীকেই অবশ্যই সিওএ (কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার) দ্বারা আয়োজিত **NATA** (ন্যাশনাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন আর্কিটেকচার) অথবা সিবিএসই বোর্ড দ্বারা আয়োজিত **জেইই মেইন-২০১৭-এর পেপার-২**-এর যে কোনও একটিতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।
৩.৩.১.৩	**ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস:** **বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্স:** (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, **'১০+২' পরীক্ষায়** কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স** বিষয় নিয়ে **রেগুলার ক্লাস মোডে** উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় **ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজি** বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৫০% (সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। উপরিলিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বা বোর্ডটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।
৩.৩.১.৪	**মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, পশ্চিমবঙ্গ:** ওপরের ৩.২.১ ধারার অনুরূপ।
৩.৩.১.৫	**ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)** ওপরের ৩.২.১ ধারার অনুরূপ।
৩.৩.১.৬	**নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি:** **(a) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বাদে বাকি সমস্ত বি টেক কোর্সের ক্ষেত্রে:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি** নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর-সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে। **(b) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক কোর্স:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি** নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর-সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে।
৩.৩.২	**কোর্সভিত্তিক নির্দিষ্ট যোগ্যতামান:**
৩.৩.২.১	**মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স:** ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং নির্ধারিত বিধি ও মানদণ্ড মোতাবেক পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এগজামিনেশন অথবা স্বীকৃত কোনও কাউন্সিল বা বোর্ড

	দ্বারা আয়োজিত এর সমতুল ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে, যেখানে— (a) কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বরের পাশাপাশি এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) দশম বা ১০+২ স্তরের বোর্ড পরীক্ষার যে কোনও একটিতে ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) এই শর্তাবলি যে কোনও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
৩.৩.২.২	**আর্কিটেকচারের পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্স:** (a) কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার (সিওএ)-এর নির্ধারিত বিধি ও মানদণ্ড অনুযায়ী— ১০+২ স্তরে ম্যাথমেটিক্স বিষয় নিয়ে বা এর সমতুল সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন স্কিমের নতুন '১০+২' স্তরের শেষে বোর্ড পরীক্ষায় এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০% নম্বর-সহ উত্তীর্ণ না হয়ে থাকলে কোনও পরীক্ষার্থীকেই আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি নেওয়া যাবে না। (b) ওপরে লেখা নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীকেই অবশ্যই নয়া দিল্লির সিওএ (কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার) দ্বারা আয়োজিত NATA (ন্যাশনাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন আর্কিটেকচার) অথবা সিবিএসই বোর্ড দ্বারা আয়োজিত জেইই মেইন-২০১৭-এর পেপার-২-এর যে কোনও একটিতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। (c) এই যোগ্যতামান যে কোনও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঁচ বছর মেয়াদি আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে **[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে, যেখানে ভর্তির যোগ্যতামান ওপরের ৩.৩.১.২-b-তে দেওয়া হয়েছে]**।
৩.৪	**আবাসিকত্বের (রেসিডেনশিয়াল/ডোমিসাইল) যোগ্যতামান:** (a) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে **বসার জন্য** নির্দিষ্ট কোনও আবাসিকত্বের (রেসিডেনশিয়াল/ডোমিসাইল) যোগ্যতামান নেই। (b) অবশ্য, এ রাজ্যের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি কলেজগুলির পাশাপাশি তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টগুলি-সহ রাজ্যের যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি কলেজগুলির সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহে সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত আসনগুলিতে ভর্তির জন্য এ রাজ্যের আবাসিক হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হবে। (c) টিএফডব্লিউ (টিউশন ফি ওয়েভার) স্কিমের আওতাভুক্ত কোনও আসনে ভর্তির ক্ষেত্রেও এ রাজ্যের আবাসিক হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হবে। (d) এই তথ্যপুস্তিকার ৩.৪.১ ধারায় দেওয়া নির্ধারিত বয়ান ডাউনলোড করে তাতে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থীকে সমস্ত নথি দাখিল করে দরকারি শংসাপত্র তৈরি করে রাখতে হবে যাতে তা কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় দেখানো যায়। (e) যদি কোনওভাবে এমনটা পাওয়া যায় যে, দাখিল করা শংসাপত্রটি অবৈধ, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ওপরের পরিচ্ছেদ (a) এবং (b)-তে দেওয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কোর্সসমূহে ভর্তির সুযোগ হারাবে।
৩.৪.১	**পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতামান এবং প্রযোজ্য শংসাপত্রের বয়ান:**
	সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক বলে গণ্য করা হবে, যারা হয়, (a) ৩১.১২.২০১৬ তারিখের ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে বিগত ১০ (দশ) বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে আসছে। **অথবা,** (b) ওই পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে।

	ওপরের (a) ধারা অনুযায়ী, এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া 'a1' বা 'a2' বয়ান অনুযায়ী শংসাপত্র সংগ্রহ ও পূরণ করতে হবে। ওপরের (b) ধারা অনুযায়ী, 'b' শংসাপত্র সংগ্রহ ও পূরণ করতে হবে। 'a1' এবং 'b' বয়ান শংসিত করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হলেন সরকারি আধিকারিকেরা যাঁদের তালিকা এখানে নিচে দেওয়া হয়েছে এবং 'a2' বয়ান শংসিত করবেন পরীক্ষার্থী ১০+২ স্তরের বোর্ড পরীক্ষা যে প্রতিষ্ঠান থেকে দিয়েছে বা দিতে চলেছে, সেখানকার প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/প্রিন্সিপাল।
৩.৪.২	**আবাসিকত্বের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:** **(ক) বয়ান 'a1' বা 'b'**-তে স্বাক্ষর ও শংসিত করবেন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্থায়ী ঠিকানা বা পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতার স্থায়ী বাসস্থান প্রযোজ্যমতো যাঁর অধিক্ষেত্রাধীনে পড়ছে এমন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যাঁদের তালিকা এখানে দেওয়া হল:- (a) জেলাশাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; অতিরিক্ত জেলাশাসক বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; সহকারী জেলাশাসক বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ডেপুটি কালেক্টর; মহকুমাশাসক বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার; ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। (b) সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; সাব-ডিভিশনাল পুলিস অফিসার, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস। (c) পুলিস কমিশনারেটের কমিশনার, অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। (d) সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটান এলাকার যে কোনও র‍্যাঙ্ক বা পদে থাকা বা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট বা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। (e) কর্পোরেশন এরিয়ার কমিশনার; অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। (f) পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জিটিএ-সহ) বা ভারত সরকারের মহাকরণে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা সমতুল বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক। (g) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের মহাকরণে ডেপুটি ডিরেক্টর বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক। **(খ) কোনও পরীক্ষার্থী বা তার পিতা-মাতার ডোমিসাইল স্ট্যাটাসের পক্ষে শংসাপত্র ইস্যুকারী প্রতি আধিকারিক অবশ্যই ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের পুরো নাম, পদের নাম, চাকরির স্থানের নাম ও ঠিকানা, ল্যান্ডলাইন / মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি উপলব্ধ হলে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড নম্বর উল্লেখ করবেন।** **(গ)** ***ওপরে উল্লিখিত নন, এমন কোনও আধিকারিকের কাছ থেকে আনা শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে না।*** **(ঘ) দ্রষ্টব্য:** ***মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের/পুরসভার কাউন্সিলর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জিটিএর কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিধায়ক (এমএলএ) বা সাংসদের (এমপি) মতো কোনও নির্বাচনে জেতা জনপ্রতিনিধি এই শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন না।*** **(ঙ) বয়ান 'a2'** অবশ্যই পরীক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিংবা বসতে চলেছে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত ও শংসিত করাতে হবে। এই শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্কুলশিক্ষার নথি যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যু করা যাবে।
৪.০	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং ভর্তির পরিসর:**
৪.১	ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী **পাঁচ (৫) ধরনের প্রতিষ্ঠানে (PI)** ভর্তির সুযোগ মিলবে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এগুলির তালিকা এবং উপলব্ধ কোর্সমূহের তালিকা (শাখাসমূহ) এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৫**-তে দেওয়া আছে। **কাউন্সেলিংয়ের আগেই ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য পরিবর্তিত তালিকা প্রকাশ করা হবে।** ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহে উপলব্ধ আসন সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ফি-কাঠামো এখানে নিচে দেওয়া হল:

৪.২	**রাজ্য সরকার পোষিত/রাজ্যের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ (U):** (a) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে উপলব্ধ সমস্ত কোর্সের ১০০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে। (b) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির পড়াশোনার ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ফি-কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
৪.৩	**সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি কলেজসমূহ (G):** (a) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে উপলব্ধ সমস্ত কোর্সের ১০০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে। (b) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির পড়াশোনার ফি রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ফি-কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
৪.৪	**বেসরকারি এবং সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ইউনিভার্সিটিসমূহ (PU):** • এ রাজ্যে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যেগুলি সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচারের ডিগ্রিস্তরীয় কোর্স করিয়ে থাকে। এই ধরনের অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা এবং এগুলিতে ভর্তির জন্য উপলব্ধ সম্ভাব্য কোর্সগুলির তালিকা এই তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট-৫-তে দেওয়া হয়েছে। • ডব্লিউবিজেইই-২০১৭’র মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন কোর্সে কতগুলি আসনে ভর্তি হওয়া যাবে, তার বিশদ তালিকা কাউন্সেলিং এবং ভর্তিপ্রক্রিয়ার সময় ডব্লিউবিজেইই-২০১৭র মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসনের তালিকা অংশে দেওয়া হবে। এই ধরনের বেসরকারি এবং সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফি-কাঠামো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর উপযুক্ত সরকারি আদেশনামা মোতাবেক নির্ধারিত হয় এবং এগুলির আলাদা ফি-কাঠামো রয়েছে।
৪.৫	**বেসরকারি ও সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ এবং অ-সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহ (P):** ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ৯০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে এবং বাকি ১০% আসনে ভর্তি হওয়া যাবে সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ, জেইই-মেইন-২০১৭’-এর মাধ্যমে। অবশ্য, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ম্যানেজমেন্ট কোটায় (আসন সংখ্যার সর্বাধিক ১০% পর্যন্ত) ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আসনগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ এবং/বা জেইই-মেইন-২০১৭-এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারে। বিশদ তথ্য আলাদাভাবে মিলবে। এই ধরনের বেসরকারি এবং সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং প্রতিষ্ঠানগুলির ফি-কাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অথবা রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর উপযুক্ত সরকারি আদেশনামা মোতাবেক নির্ধারিত হয় এবং এগুলির আলাদা ফি-কাঠামো রয়েছে।
৪.৬	**বেসরকারি এবং সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ— সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ (PM):** ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ৫০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে। বাকি ৫০% আসনে ভর্তির জন্য একটি আলাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে যা অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইনরিটি প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস (যার নাম CEE-AMPAI) দ্বারা আয়োজিত হবে। এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্য সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দেওয়া হবে।

<table>
<tr><td>৫.০</td><td>সংরক্ষিত শ্রেণীর অধীনে আসন সংরক্ষণ:</td></tr>
<tr><td>৫.১</td><td>
তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি/ ওবিসি ‘এ’/ ওবিসি ‘বি’/ পিডব্লিউডি (আগেকার দৈহিক প্রতিবন্ধী) শ্রেণীভুক্ত পড়ুয়াদের আসন সংরক্ষণ:
<table>
<tr><th></th><th>প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি</th><th>সংরক্ষণের প্রযোজ্য নীতি</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ</td><td>সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হবে।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি এবং ফার্মাসি কলেজগুলি</td><td>রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সেল্ফ-ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কলেজগুলি</td><td>রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>বেসরকারি এবং সেল্ফ-ফাইনান্সিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি</td><td>সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট/রুলস মোতাবেক নির্ধারিত হবে।</td></tr>
</table>
(a) অবশ্য, এই ধরনের সংরক্ষিত আসনগুলি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী পড়ুয়াদের জন্যই বরাদ্দ থাকবে।
(b) এই ধরনের আসনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের অবশ্যই নিচের তালিকাভুক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা শংসিত ও ইস্যুকৃত প্রযোজ্যমতো শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। এই শংসাপত্রগুলি অবশ্যই ৩১.০৩.২০১৭ বা তারও আগে ইস্যু করা হতে হবে।
(c) কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় উপরিলিখিত শংসাপত্র(গুলি) দাখিল করতেই হবে। যদি সেই সময় এই শংসাপত্র(গুলি)-এর কোনওটি অবৈধ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া ওই সংরক্ষিত শ্রেণীর অধীনে ভর্তির সুযোগ হারাবে। এক্ষেত্রে এই সিস্টেম নিজে থেকেই সেই পড়ুয়াকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করবে এবং কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় দফা থেকে সে ভর্তির সুযোগ পাবে।
</td></tr>
<tr><td>৫.১.১</td><td>
তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি শ্রেণীর অধীনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের এসসি/এসটি শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:
নিম্নলিখিত যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসসি/এসটি শংসাপত্র ইস্যু করাতে হবে:
সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রাধীন মোতাবেক:
(ক) সাধারণভাবে এই ধরনের অধিক্ষেত্রাধীনে বসবাসকারী পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে:
১) ডেপুটি কালেক্টর অফ ল্যান্ড রেভিনিউ, কলকাতা;
২) কালেক্টর অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ, কলকাতা;
৩) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা;
৪) অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা;
৫) চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা;
৬) ফার্স্ট ক্লাস স্টাইপেন্ডিয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট;
৭) এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট;
৮) সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট;
৯) সাব-ডিভিশনাল অফিসার;
১০) ডেপুটি কালেক্টর;
১১) অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট;
১২) কালেক্টর; এবং
১৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।
</td></tr>
</table>

	(খ) পরীক্ষার্থী যদি সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অংশের অধিবাসী হয়, সেক্ষেত্রে: ১) ডেপুটি ডিরেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ; ২) কমিশনার, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার, পশ্চিমবঙ্গ।
৫.১.২	**ওবিসি 'এ'/ ওবিসি 'বি' শ্রেণীর অধীনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের প্রযোজ্যমতো সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফে জারি করা ২৭.০৭.২০১৫ তারিখ সংবলিত মেমোরান্ডাম নং: ১২০৪-এসবিসিডব্লিউ/এমআর-৬৭/১০-সহ পঠনীয় ২৭.০৭.১৯৯৪ তারিখ সংবলিত বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৭৪(৭১)-টিডব্লিউ/ইসি/এমআর-১০৩/৯৪ মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার যে কোনও মহকুমার মহকুমা শাসক হলেন এই ধরনের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। কলকাতায় এমন ধরনের শংসাপত্র রাজ্য সরকারের সমতুল পদমর্যাদার (কর্তৃপক্ষ সংশোধন) কোনও আধিকারিক। সেই মতো, ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার, কলকাতা এবং এক্স-অফিসিও জয়েন্ট ডিরেক্টর, বিসিডব্লিউ-কে কলকাতা পুরনিগমের অধিক্ষেত্রাধীনে কলকাতা জুড়ে এই ধরনের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত আধিকারিক হিসেবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।
৫.১.৩	**পিডব্লিউডি (প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ) বা PH (দৈহিক প্রতিবন্ধী) শ্রেণীর অধীনে সংরক্ষিত আসনে ভর্তির দাবি করা প্রার্থীদের এই সংক্রান্ত PwD বা PH শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:** বি ই/বি টেক/বি আর্ক/বি ফার্ম কোর্সগুলিতে বিশেষ কোনও ছাড় বা অব্যাহতি বাদে এই সমস্ত কোর্সের থিয়োরি ও প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করতে সমর্থ এই শর্তে লোকোমোটর ডিসঅর্ডার, ভিস্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট, স্পিচ ও হিয়ারিং ইমপেয়ারমেন্টে কমপক্ষে ৪০% প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন প্রার্থীরা এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। **PwD/PH শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন নিম্নলিখিত যে কোনও কর্তৃপক্ষ:** রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালের অফিসার-ইন-চার্জ বা মেডিকেল হেড অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালের অফিসার-ইন-চার্জ বা মেডিকেল হেড। **ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বা এসএসকেএম হাসপাতালে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড কাউন্সেলিংয়ের সময় পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় শংসাপত্র যাচাই করবেন।**
৫.২	**সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ:** কয়েকটি বেসরকারি এবং সেল্ফ-ফাইনান্সিং প্রতিষ্ঠানকে মাইনরিটি স্ট্যাটাস (এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৫-তে 'PM'** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদিত আসন সংখ্যার ৫০% আসন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য উপলব্ধ থাকবে। তবে, এই ধরনের আসনগুলিতে কেবলমাত্র একটি আলাদা প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যাবে যা অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইনরিটি প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস (যার নাম CEE-AMPAI) দ্বারা আয়োজিত হবে। বাকি ৫০% আসনে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যাবে। তবে, এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। **বর্তমানে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য কোনও আসন সংরক্ষিত নয়।** অবশ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের ভর্তি সংক্রান্ত আলাদা বিজ্ঞপ্তি পরে যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে।
৫.৩	**প্রতিরক্ষাকর্মীদের সন্তানদের ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ (ডিফেন্স কোটা আসন):** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে প্রকাশিত ০৯.০৬.২০১৬ তারিখ সংবলিত সরকারি আদেশনামা নং: ৪০৬(টি) মোতাবেক ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র মাধ্যমে প্রতিরক্ষাকর্মীদের সন্তানদের ভর্তির জন্য ১৩টি (তেরো) আসন সংরক্ষিত থাকছে। প্রতিষ্ঠান ও কোর্স অনুযায়ী এই সংরক্ষিত আসনগুলির

তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে:

এই ধরনের আসনগুলি 'সুপারনিউমেরারি' প্রকৃতির (অর্থাৎ, হিসাবের অতিরিক্ত) এবং এগুলিতে ভর্তি বা আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে:

ক. ডিফেন্স কোটার অধীনে বিবেচিত হওয়ার জন্য ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর নিবন্ধীকৃত পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট জিলা সৈনিক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ (প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) এবং ইউনিটগুলির (কর্মরত সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) মাধ্যমে নির্ধারিত বয়ানে **আবেদন করতে হবে** রাজ্য সৈনিক বোর্ড, হোম ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা-৭০০ ০০১-এর কাছে এবং সঙ্গে দিতে হবে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭'র অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল (অ্যাটেস্টেড কপি)।

খ. উক্ত রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে অফলাইন কাউন্সেলিং এবং আসন বণ্টনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড ওই শ্রেণীভুক্ত পরীক্ষার্থীদের একটি পৃথক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে। এই ধরনের আসনে ভর্তির ক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর পেপার-১ ও পেপার-২, দুটি পেপারের পরীক্ষাতেই বসা বাধ্যতামূলক।

গ. **ডিফেন্স কোটার অধীনে আসন বণ্টন ই-কাউন্সেলিংয়ে মাধ্যমে করানো হয় না।**

ঘ. ডিফেন্স কোটার অধীনে প্রতিষ্ঠান ও কোর্সভিত্তিক উপলব্ধ আসনের খতিয়ান নিচের টেবলে দেখানো হয়েছে:-

ক্রম নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপলব্ধ কোর্স	আসন সংখ্যা
১.	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত	২
২.	জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ২. ইনফরমেশন টেকনোলজি	১ ১
৩.	কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১
৪.	পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ২. ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১ ১
৫.	কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ২. ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১ ১
৬.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি	লেদার টেকনোলজি	১
৭.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজি, কলকাতা	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
৮.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
৯.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর	কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	১

৫.৪ **জেইই (মেইন) ২০১৭-তে মেধাতালিকাভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ:**

জেইই (মেইন) ২০১৭-তে মেধাতালিকাভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য প্রযোজ্য:

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যমান **সেল্ফ-ফাইনান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজগুলির সর্বাধিক ১০%**

	আসন জেইই (মেইন) ২০১৭-এর মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনগুলি কঠোরভাবে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে এবং এই ক্যাটেগরির অধীনে ভর্তি হতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড দ্বারা আয়োজিত ই-কাউন্সেলিং প্রসেসের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবে। ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর নির্ধারিত যোগ্যতামান সংক্রান্ত শর্তগুলি রাজ্যের ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী জেইই (মেইন) ২০১৭-এর মেধাতালিকাভুক্ত পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে।
৫.৫	**ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ:** বি ই/ বি টেক/ বি ফার্ম/ বি আর্ক কোর্সগুলি পড়িয়ে থাকে রাজ্যের এমন কেবলমাত্র সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং কলেজগুলির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে। এর পাশাপাশি সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ভিত্তিতে পরিচালিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য, কোনও প্রতিষ্ঠান চাইলে এই কোটার অধীনে পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারে আবার না-ও নিতে পারে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির সংশ্লিষ্ট পরিচালন কর্তৃপক্ষ এদের বিভিন্ন কোর্সে **অনুমোদিত আসনের সর্বাধিক ১০% আসনে ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে** সরাসরি পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারবেন। ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে রাজ্যের ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তির নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবাসিকতা, বয়সসীমা ইত্যাদির মতো শর্তগুলি ম্যানেজমেন্ট কোটার মাধ্যমে ভর্তি হতে আগ্রহী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে।
৬.০	**রাজ্যের দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের টিউশন ফি ওয়েভার (TFW) স্কিমের অধীনে ভর্তির পরিসর:**
৬.১	**টিউশন ফি ওয়েভার (TFW) স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসন:** (a) **পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর কিন্তু মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য** পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্স করিয়ে থাকে এমন এ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ/ সরকারি কলেজগুলির পাশাপাশি বেসরকারি ও সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং কলেজগুলিতে টিউশন ফি ওয়েভার স্কিম (TFW) চালু করেছে। অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহে এই ধরনের স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসন সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন। (b) TFW স্কিমের অধীনে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ও সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি কলেজগুলির কোর্সপিছু **অনুমোদিত আসনসংখ্যার হিসাবের অতিরিক্ত (সুপারনিউমেরারি) সর্বাধিক ৫% পর্যন্ত আসন** এই ধরনের পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য উপলব্ধ থাকবে। (c) **TFW** স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসনগুলিতে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে পড়ুয়াদের মেধাতালিকায় স্থান ও পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করা হবে। (d) এই ধরনের আসনে ভর্তি হতে আগ্রহী পড়ুয়াকে অবশ্যই **পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী** হতে হবে এবং কাউন্সেলিং বা ভর্তিপ্রক্রিয়ার সময় তাকে অবশ্যই বৈধ ডোমিসাইল শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। (e) সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার **মোট বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন (সমস্ত সূত্র থেকে) ₹২.৫০ লাখ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর কম** হতে হবে। (f) **এই ছাড় কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি-এর ওপরেই মিলবে**। টিউশন ফি বাদে অন্যান্য সমস্ত ফি সুবিধাপ্রাপককেই প্রদান করতে হবে।
৬.২	**TFW স্কিমের অধীনে আসনপ্রাপ্তির জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট দাখিল:** (a) এই স্কিমের অধীনে বিবেচিত হতে গেলে এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৪**-তে উল্লেখমতো বয়ানে **'ইনকাম সার্টিফিকেট'** দাখিল করতেই হবে। (b) কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় উপরিলিখিত শংসাপত্র দাখিল করতেই হবে। যদি সেই সময়

	এই শংসাপত্র অবৈধ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া TFW-এর অধীনে সংরক্ষিত আসনে ভর্তির সুযোগ হারাবে। এক্ষেত্রে এই সিস্টেম নিজে থেকেই সেই পড়ুয়াকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করবে এবং কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় দফা থেকে সে ভর্তির সুযোগ পাবে। (c) এই ধরনের আসনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের অবশ্যই নিচের তালিকাভুক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা শংসিত ও ইস্যুকৃত প্রয়োজ্যমতো শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। এই শংসাপত্র অবশ্যই **৩১.০৩.২০১৭ বা তারও আগে** ইস্যু করা হতে হবে।
৬.৩	TFW স্কিমের অধীনে আসনপ্রাপ্তির জন্য বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে:- **ক. গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে:** ১. রাজ্য সরকারের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সমতুল পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। ২. মহকুমাশাসক বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার ৩. অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ৪. ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ৫. রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ 'এ' অফিসার বা গেজেটেড অফিসারের সমতুল বা উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক **খ. শহরাঞ্চলের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে:** ১. মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ২. রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ 'এ' অফিসার বা গেজেটেড অফিসারের সমতুল বা উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক **দ্রষ্টব্য: মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের/পুরসভার কাউন্সিলর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জিটিএর কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিধায়ক (এমএলএ) বা সাংসদের (এমপি) মতো কোনও নির্বাচনে জেতা জনপ্রতিনিধি এই শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন না।**
৭.০	আইনি অধিক্ষেত্র:
	(a) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় কেবলমাত্র কলকাতা হাইকোর্টের অধিক্ষেত্রাধীন হবে। (b) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর মাধ্যমে কোনও পঠনপাঠনের কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও প্রকার বিবাদের ক্ষেত্রে এই বোর্ড কোনও পক্ষ বলে বিবেচিত হবে না।
৮.০	**আবেদনপত্র দাখিল করা, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া এবং কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড/প্রিন্ট করার পদ্ধতি:**
৮.১	**ডব্লিউবিজেইই-২০১৭**-এর জন্য আবেদন কেবলমাত্র **অনলাইন পদ্ধতিতে http://wbjeeb.nic.in** ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে করা যাবে। **আবেদন করতে গেলে পরীক্ষার্থীর একটি চালু মোবাইল নম্বর এবং একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার হবে। ভবিষ্যতের যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদান কেবলমাত্র এগুলির মাধ্যমেই করা হবে।** আবেদনের প্রক্রিয়াটি 'ইন্টার‍্যাক্টিভ' প্রকৃতির। এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-১১**-তে অনলাইনে ফর্মপূরণ সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশিকা দেওয়া আছে। আবেদনের ধাপগুলি এখানে নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।
৮.২	**আবেদনপত্র পূরণ:** পরীক্ষার্থীকে প্রথমে নিজের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং জন্মতারিখের মতো রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলি পূরণ করতে হবে। **রেজিস্ট্রেশনের সময় উপরিলিখিত তথ্যগুলো লেখার সময় উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই তথ্যগুলো কোনওভাবেই বদলানো/সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে না। এর পাশাপাশি পরীক্ষার হলে ঢোকা, কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া এবং রেজিস্ট্রেশনের**

	সময় দাখিলযোগ্য স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র, কাস্ট/ক্যাটেগরি শ্রেণীভুক্তির সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে অনলাইনে এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় দেওয়া তথ্যাবলি হুবহু মিলতেই হবে। (a) নির্দিষ্ট কোনও আবেদনকারীর তরফে দ্বৈত (ডুপ্লিকেট) আবেদনের প্রয়াস সিস্টেম নিজে থেকে আটকিয়ে দেবে। (b) এর পর প্রার্থীকে তার নাগরিকত্ব, ধর্ম, ইনকাম ক্যাটেগরি, ঠিকানা, পছন্দের পরীক্ষা-জোন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত তথ্যাবলি পূরণ করতে হবে। (c) এগুলো লেখার শেষে একজন প্রার্থীকে সিস্টেমের নির্দেশানুসার তার পছন্দমতো পাসওয়ার্ড এবং সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের আন্সার বাছতে হবে। (d) এই পর্যায়ে একজন আবেদনকারী তার পুরো আবেদনপত্র পর্যালোচনা এবং দরকারমতো পরিবর্তন(গুলো) করতে পারবে। (e) এর পর আবেদনকারীকে তার আবেদনপত্র ‘Submit’ করতে বলা হবে। (f) এর পরেই একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর জেনারেট হয়ে যাবে এবং এটি এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর/প্রার্থীর মোবাইলে/ই-মেল আইডিতে চলে যাবে। (g) একজন প্রার্থীকে তার পাসওয়ার্ড এবং সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের আন্সার অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পুরো সিস্টেমটাই স্বয়ংক্রিয় (অটোম্যাটিক)। সেই কারণে একবার পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে বা হারিয়ে ফেললে তা আর কোনওভাবেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। (h) একজন পরীক্ষার্থীর পাসওয়ার্ড না জানলে কোনও ব্যক্তি বা এজেন্সির পক্ষে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর কোনও তথ্য পরিবর্তন/রদবদল/নতুন করে লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে নিজেদের পাসওয়ার্ড অন্য কোনও ব্যক্তিকেই না জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাসওয়ার্ড জানানো/ফাঁস করার কারণে কোনও পরীক্ষার্থীর কোনও তথ্যে যে কোনও প্রকার বদল ঘটলে তার দায় এই বোর্ড নেবে না। (i) আবেদনের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থী Log Out বা Continue করতে পারে।
৮.৩	**ছবি, স্বাক্ষর ও বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের স্ক্যান করা কপি আপলোড করার পদ্ধতি:** এই পর্যায়ে বা ধাপে পরীক্ষার্থীকে তার সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি, স্বাক্ষর এবং বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (Left Thumb Impression বা LTI)-এর স্ক্যান করা কপি একসঙ্গেই আপলোড করতে হবে। **পরীক্ষার্থীর ছবির আবশ্যিক গুণাবলি:** (a) ছবিটি অবশ্যই ০১.১২.২০১৬ বা তার পরের কোনও তারিখে তোলা হতে হবে। (b) ছবিটি অবশ্যই কোনও পেশাদারি স্টুডিয়ো থেকে তোলাতে হবে। মোবাইল ফোনে তোলা বা স্বরচিত কোনও ছবি সিস্টেমে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই কারণে এটি বাতিল হতে পারে। (c) ছবির পটভূমি (ব্যাকগ্রাউন্ড) অবশ্যই খুব হালকা রঙের হতে হবে। (d) ছবিতে পরীক্ষার্থীর মুখ সোজা ক্যামেরা-অভিমুখী এবং পুরো ছবির কমপক্ষে ৫০ শতাংশ জুড়ে থাকতে হবে। (e) গাঢ় বা সাদার সঙ্গে মিশ্রিত বর্ণের চশমা পরা ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। (f) আবেদনের সময় দেওয়া পরীক্ষার্থীর ছবির সঙ্গে পরীক্ষা দিতে হাজির হওয়া পরীক্ষার্থীর মুখের পুরোপুরি মিল অবশ্যই থাকতে হবে। (g) আবেদনের সময় দেওয়া ছবির অনুরূপ কপি পরীক্ষার হলে ঢোকার সময়, কাউন্সেলিংয়ের সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিল করতেই হবে।

	স্ক্যান করা ছবিগুলির ফরম্যাট, স্টোরেজ সাইজ এবং ব্যবহারিক মাপ এখানে নিচের টেবলে দেওয়া হয়েছে:

ছবি	ফরম্যাট	স্টোরেজ সাইজ	মাপ
পরীক্ষার্থীর ছবি	JPEG	১০ কেবি থেকে ১০০ কেবি	৩.৫ সেমি × ৪.৫ সেমি
পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর	JPEG	৩ কেবি থেকে ৩০ কেবি	৩.৫ সেমি × ১.৫ সেমি
পরীক্ষার্থীর বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (LTI)	JPEG	৩ কেবি থেকে ৩০ কেবি	৩.৫ সেমি × ১.৫ সেমি

স্ক্যান করা ছবিগুলি যদি উপরিলিখিত নির্ধারিত নির্দেশ অনুসারী না হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা সম্ভব হবে না এবং এমন ধরনের ঘটনার জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীই দায়ী থাকবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবেই পরীক্ষার্থীদের তরফে আপলোড করা ছবিগুলি যাচাই করবে না। **অবশ্য, যদি কোনও ত্রুটি বোর্ডের নজরে আসে, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর নিবন্ধীকৃত মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে নিজের পেজে লগ-ইন করে সংশোধিত ছবি আপলোড করে দিতে হবে।**

৮.৪ পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি:

ওপরে লেখা ছবিগুলি ঠিকঠাক আপলোড করতে পারলে সিস্টেম নিজে থেকেই পরীক্ষার্থীকে ফি-প্রদানের পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

(a) এই পরীক্ষার ফি **ক্যাশলেস পদ্ধতিতে** 'নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড'-এর মাধ্যমে কিংবা **নগদে** এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ই-চালানের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে, যেটি অনলাইনে ফর্মপূরণের সময় এই অপশনটি বেছে নিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সিস্টেম জেনারেট করে দেবে। এই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে প্রার্থীকে কোর ব্যাঙ্কিং সার্ভিসেস (সিবিএস) সুবিধাযুক্ত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় গিয়ে নগদে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।

(b) ওপরে লেখা পদ্ধতিগুলি ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে এই পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া যাবে না।

(c) **এই পরীক্ষার ফি:**

ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষার ফি বাবদ লাগবে ₹৫০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র) এবং এর সঙ্গে প্রযোজ্যমতো ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ যোগ হবে।

(d) একবার জমা দিলে কোনও পরিস্থিতিতেই এই পরীক্ষার ফি ফেরতযোগ্য হবে না।

৮.৫ কনফার্মেশন পেজ:

ওপরে লেখা পর্যায়গুলি সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলে সিস্টেম নিজে থেকেই প্রার্থীকে কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার অপশনে নিয়ে যাবে, যেমনটা ঘটার অর্থ হল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী সফলভাবে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র সম্পূর্ণ করেছে এবং অন্যভাবে বললে এর অর্থ হল, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তা গৃহীতও হয়েছে।

কনফার্মেশন পেজ জেনারেট না হওয়া পর্যন্ত আবেদনের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ।

প্রার্থীকে এর পর তার কনফার্মেশন পেজের একটি প্রিন্ট-আউট নিয়ে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে। **পরবর্তী কোনও পর্যায়েই আর এই কনফার্মেশন পেজ জেনারেট করা যাবে না। তাই, পরীক্ষার্থীকেই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, তার কনফার্মেশন পেজটি উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে নিরাপদে রাখা আছে।**

৮.৬ আবেদনপত্র সংশোধনের পদ্ধতি:

(a) পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং জন্মতারিখের মতো রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনও তথ্য সংশোধন করা সম্ভব নয়।

(b) কোনও পরীক্ষার্থী যদি নিজের আবেদনপত্রে ওপরে লেখা তথ্যগুলি বাদে অন্য কোনও তথ্য সংশোধন করতে চায়, তাহলে সে তা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট **Correction Window Period**-এ Edit মোডে

	গিয়ে করতে পারবে। এই নির্ধারিত কারেকশন উইন্ডো পিরিয়ডের পরে কোনও পরিস্থিতিতেই এই বোর্ড কোনও পরীক্ষার্থীকে কোনও ধরনের তথ্য সংশোধনের সুযোগ দেবে না। (c) পরীক্ষার্থীর তরফে দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্যাবলি-সহ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর কনফার্মেশন পেজ, অ্যাডমিট কার্ড, র‍্যাঙ্ক কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার্থীর নিজের করা কোনও ভুলের কারণে ভর্তির সময় বা পরবর্তীতে কোনও সমস্যা দেখা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বোর্ড সেই পরীক্ষার্থীকে কোনওভাবেই 'সংশোধনের চিঠি'র মতো কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে নিজেকেই যেখানে সে ভর্তি হতে চায় বা ভর্তি হয়েছে, সেখানে গিয়ে সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলি করতে হবে।
৯.০	**অ্যাডমিট কার্ড:**
	(a) বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট মেয়াদে বোর্ডের ওয়েবসাইটে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট করা হবে এবং এই মেয়াদে পরীক্ষার্থীরা তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে পারবে। পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের অ্যাডমিট কার্ডের একটি প্রিন্ট আউট কপি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। (b) **পরীক্ষার্থীরা এটা অবশ্যই নিশ্চিত করে নেবে যে, তাদের অ্যাডমিট কার্ড কোনওভাবেই যেন দুর্ঘটনাক্রমেও ছেঁড়া/বিকৃত/নোংরা না হয়। এমন ধরনের ছেঁড়া/বিকৃত/নোংরা অ্যাডমিট কার্ডধারী কোনও পরীক্ষার্থীকেই পরীক্ষার হলে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হবে না।** (c) পরীক্ষার পরে ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড কোনওভাবেই জেনারেট করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে, ভবিষ্যতের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রয়োজনে নিজ নিজ অ্যাডমিট কার্ড সুরক্ষিত কোনও জায়গায় অবিক্ষত অবস্থায় রাখার জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (d) অনলাইন আবেদনের সময় পরীক্ষার্থীদের তরফে দেওয়া কোনও তথ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড যাচাই করে না। কেবলমাত্র একজন পরীক্ষার্থীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হয়। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সমস্ত আবেদনকারীকেই এই পরীক্ষায় বসার উপযোগী অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে এবং প্রত্যেক আবেদনকারীই শর্তসাপেক্ষে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-তে বসার ছাড়পত্র পাবে। (e) একজন আবেদনকারীর যাবতীয় তথ্য ও সেগুলির সত্যতা কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সময় যাচাই করা হয়। পরীক্ষার পরে কোনও পর্যায়ে যদি অনুসন্ধানের পর কোনও পরীক্ষার্থীকে অন্য কোনও কারণে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় বসে থাকলে এবং মেধাতালিকাভুক্ত হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে। এই পরীক্ষায় বসে থাকা এবং ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় মেধাতালিকাভুক্ত হওয়া কোনও পরীক্ষার্থীকেই কোনও প্রতিষ্ঠানে যে কোনও কোর্সে ভর্তির অধিকার বা গ্যারান্টি দেয় না বা দেয় বলে ধরে নেওয়া যাবে না।
১০.০	**পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন:**
	অনলাইন ফর্মপূরণের সময় দেওয়া পরীক্ষার্থীর দেওয়া পছন্দ মোতাবেক পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন করা হবে। অবশ্য, এক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টনের বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। **সাধারণ পরিস্থিতিতে একবার বণ্টিত পরীক্ষাকেন্দ্র বদলানোর কোনও অনুরোধ বিবেচনা করা হবে না।** তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৯**-তে জেলাভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। **(a) পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরার পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই ওয়েবসাইটে দেওয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের যে কোনও তিনটি জোনকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে দেবে।** **(b) ওপরে লেখা রাজ্যগুলি বাদে অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই কলকাতা/হাওড়া/উত্তর ২৪ পরগনা/দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে যে কোনও তিনটি পরীক্ষার জোনকে নিজের পছন্দ অনুসারে সাজিয়ে দেবে।** **কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী না থাকলে সেই পরীক্ষাকেন্দ্রটি বাতিল করা হতে পারে।**

১১.০	মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফলপ্রকাশ:
	(a) পরীক্ষার কয়েকদিন পরেই **www.wbjeeb.nic.in** ওয়েবসাইটে এই পরীক্ষার **নমুনা উত্তর সঙ্কেত (Model Answer Keys)** প্রকাশ করা হবে। এই কারণে, পরীক্ষার পর থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত এই ওয়েবসাইটটি খেয়াল রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
	(b) নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যে কোনও পরীক্ষার্থী যে কোনও নমুনা উত্তর সঙ্কেতের যাথার্থকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।
	(c) **www.wbjeeb.nic.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্ধারিত লিঙ্কের মাধ্যমে **প্রতি প্রশ্নের উত্তর সঙ্কেত চ্যালেঞ্জের জন্য ₹৫০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র)** হারে জমা দিতে হবে এবং এই অর্থাঙ্ক নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/ই-চালানের মাধ্যমে জমা করা যাবে। একবার এই ফি জমা দিলে তা **অফেরতযোগ্য** হবে। প্রশ্নের নমুনা উত্তর চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে পরবর্তীতে আর কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না।
	(d) কোনও চ্যালেঞ্জ গৃহীত হলে এই বোর্ড **চূড়ান্ত এবং অন্তিম উত্তর সঙ্কেত** প্রকাশ করবে।
	(e) পরীক্ষার পরে দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে (সম্ভাব্য) **www.wbjeeb.nic.in** ওয়েবসাইটে প্রতি পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র (OMR) এবং মেশিনে পড়া উত্তর (Machine Read Responses) আপলোড করে দেওয়া হবে।
	(f) নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কোনও পরীক্ষার্থী নিজের OMR গুলি এবং মেশিনে পড়া উত্তরের স্ক্যান করা ছবির প্রতিলিপি দেখতে পারবে।
	(g) কোনও পরীক্ষার্থী নিজের **OMR বা উত্তরের স্ক্যান করা ছবির প্রতিলিপি নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে** ওয়েবসাইটেই দেওয়া এই সংক্রান্ত লিঙ্কের মাধ্যমে **প্রশ্নপিছু ₹৫০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র) হারে জমা দিয়ে তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে** এবং এই অর্থাঙ্ক নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/ই-চালানের মাধ্যমে জমা করা যাবে। একবার এই ফি জমা দিলে তা **অফেরতযোগ্য** হবে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে পরবর্তীতে আর কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না।
	(h) ওপরে লেখা অনলাইন পদ্ধতি বাদে চিঠি, ফ্যাক্স, টেলিফোনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের আবেদন করলে তা কোনওভাবেই গ্রহণ বা বিবেচনা করা হবে না।
	(i) চূড়ান্ত ফলাফল প্রতি পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্ক কার্ডরূপে প্রকাশ করা হবে, যার মধ্যে মেধাতালিকায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অবস্থান, মোট প্রাপ্ত নম্বর এবং পেপার-১ (ম্যাথমেটিক্স) এবং পেপার-২ (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি)-তে প্রাপ্ত নম্বর আলাদাভাবে দেওয়া থাকবে।
	(j) নিজেদের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব র‍্যাঙ্ক কার্ড দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবে।
	(k) একটি নির্ধারিত তারিখের পর আর কোনওভাবেই ডুপ্লিকেট র‍্যাঙ্ক কার্ড জেনারেট বা ডাউনলোড করা যাবে না। সেই কারণে, প্রিন্ট আউট নেওয়ার পর প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে নিজের র‍্যাঙ্ক কার্ড সুরক্ষিত কোনও স্থানে অবিক্ষত অবস্থায় নিরাপদে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে পরবর্তীতে দরকারের সময় সেটি ঠিকঠাক ব্যবহার করা যায়।
	(l) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় বসে থাকা প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই তার র‍্যাঙ্ক কার্ড দেওয়া হবে। পেপার-১ ও পেপার-২-এর উভয় পেপারেই বসে থাকা পরীক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই GMR এবং PMR উভয় প্রকার র‍্যাঙ্কই পাবে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র পেপার-২'র পরীক্ষায় বসবে, তারা কেবলমাত্র PMR র‍্যাঙ্ক পাবে।
	(m) খেয়াল থাকুক, **ডব্লিউবিজেইই-২০১৭ পরীক্ষায় বসে র‍্যাঙ্ক পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রতি র‍্যাঙ্কধারীই ই-কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।** র‍্যাঙ্কারদের মধ্যে কারা ই-কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে পারবে, তা এই বোর্ড একটি নির্ধারিত কাট-অফ র‍্যাঙ্ক এবং/বা একটি নির্ধারিত কাট-অফ নম্বরের ভিত্তিতে নির্ণয় করবে এবং এই সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষার ফলপ্রকাশের সময় ঘোষণা করা হবে।

১২.০	**কাউন্সেলিং/আসন বণ্টন এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া:**
	(a) এই পরীক্ষার ফলপ্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই www.wbjeeb.in এবং www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইট দুটিতে ই-কাউন্সেলিং/আসন বণ্টন এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিশদ তথ্যাবলি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে। কেবলমাত্র ই-কাউন্সেলিংয়ের জন্য যোগ্য নির্ধারিত হওয়া র‍্যাঙ্কাররাই এই ই-কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া অংশ গ্রহণ করতে পারবে। (b) কাউন্সেলিং এবং আসন বণ্টনের আগেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসমূহ দ্বারা প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান ও কোর্সভিত্তিক উপলব্ধ আসন সংখ্যাও ওপরে লেখা ওয়েবসাইটগুলিতে জানিয়ে দেওয়া হবে। (c) নির্ধারিত তারিখসমূহে রিপোর্টিং সেন্টারগুলিতে ই-কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়া সমস্ত র‍্যাঙ্কারের/পরীক্ষার্থীর যাবতীয় নথির সত্যতা যাচাই করা হবে। ই-কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর র‍্যাঙ্ক কার্ডে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং সেন্টারের বিশদ তালিকা দেওয়া থাকবে।

পরিশিষ্ট-৮

পরীক্ষার বিধি ও নিয়মাবলি

১. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে।

২. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে যথেষ্ট সময় থাকতেই এটা নিশ্চিত করে নিতে হবে যে, সে তার নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রের যথাযথ অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছে এবং পরীক্ষার দিন সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনো সহ যে কোনও ধরনের ঝামেলা এড়াতে এবং পরীক্ষাকেন্দ্র সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে।

৩. কোনও পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডে নির্ধারিত ও উল্লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

৪. **পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত নথিগুলি সঙ্গে করে আনতে হবে:**

   (ক) ডব্লিউবিজেইই-২০১৭-এর অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট আউট।

   (খ) অনলাইন আবেদনের সময় আপলোড করা পরীক্ষার্থীর ছবির অনুরূপ একটি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি।

   (গ) আধার কার্ড/ প্যান কার্ড/ পাসপোর্ট/ মাধ্যমিক বা সমতুল দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড/ স্কুলের আইডি কার্ড ইত্যাদির মতো পরীক্ষার্থীর কোনও সচিত্র পরিচয়পত্রের আসল কপি।

৫. নিষিদ্ধ সামগ্রী পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে পরীক্ষার্থীদের খানাতল্লাশি করা হতে পারে।

৬. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট আগেই প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার জন্য নির্ধারিত আসনে বসে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৭. **পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের পর কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না।**

৮. পরীক্ষার হলে কোনও পরীক্ষার্থী কোনও লিখিত বা মুদ্রিত উপাদান, ক্যালকুলেটর, পেন, ডকুপেন, লগ টেবল, হাতঘড়ি, মোবাইল ফোনের মতো কোনও যোগাযোগের যন্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবে না। পরীক্ষা চলার সময় এই ধরনের কোনও সামগ্রী কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নালিশ করা করা হবে এবং তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার্থীপদ বাতিল করা হবে।

৯. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কোয়েশ্চেন বুকলেট (প্রশ্নপত্র) বণ্টন করা হবে। কোয়েশ্চেন বুকলেটের সিল না কেটে এর ভেতর থেকে OMR শিটটি বার করে নিতে হবে।

১০. নিশ্চিত করে নিতে হবে যে, OMR নম্বর এবং কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর একই আছে কি না। যদি না মেলে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষা হলের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের কাছে তৎক্ষণাৎ একই সিরিজ থেকে অন্য একটি কোয়েশ্চেন বুকলেট ও OMR সমেত পুরো একটি নতুন সেট দেওয়ার অনুরোধ জানাবে।

১১. কোয়েশ্চেন বুকলেটের ওপরের অংশে পরীক্ষার্থী তার স্বাক্ষর করবে।

১২. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার OMR এবং কোয়েশ্চেন বুকলেটের কভার পেজে দেওয়া নির্দেশাবলি ভাল করে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১৩. OMR-এর যথাযথ অংশে পরীক্ষার্থীকে তার কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং রোল নম্বর ঠিকঠাক লিখতে হবে (এই তথ্যপুস্তিকার ইংরেজি সংস্করণের **Appexdix XII** দ্রষ্টব্য)। এই কাজ করতে গিয়ে কোনও ভুল করে ফেললে মুছে লেখা বা ওভাররাইট করা যাবে না। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের কাছে ভুল লেখার অংশটুকু সংশোধনের অনুরোধ জানাবে। তিনি OMR-এর ভুল অংশটুকু কেটে দিয়ে ঠিকভাবে ওই অংশটা পূরণ করে দেবেন। কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরে কোনও ভুল থাকলে এবং সেই ভুল অংশ(গুলি) পরিদর্শক নিজে সংশোধন করে স্বাক্ষর না করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর OMR বা উত্তরপত্র বাতিল করা হতে পারে।

১৪. কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং রোল নম্বরের অঙ্কসংখ্যাগুলি ঠিকঠাক লেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বৃত্তগুলি (bubbles) যথাযথভাবে ভরাট করে দিতে হবে।

১৫. OMR-এর যথাযথ অংশে পরীক্ষার্থীর নাম বড় হস্তাক্ষরে (CAPITAL LETTERS), পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম এবং পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। এর বাইরে OMR-এর কোনও অংশে অযথা কোনও আঁচড় বা দাগ পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর OMR বাতিল হতে পারে।

১৬. অ্যাটেন্ড্যান্স শিটের যথাযথ স্থানে পরীক্ষার্থীকে স্বাক্ষর করতে হবে এবং বামহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হবে।

১৭. অ্যাটেন্ড্যান্স শিটে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, ছবি, নামের বানান (এই তথ্যপুস্তিকার ইংরেজি সংস্করণের **Appexdix XIII** দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে মিলছে কি না, তা পরীক্ষার্থীকে যাচাই করে নিতে হবে। কোনও সংশোধনের দরকার হলে, তা সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শকের নজরে আনতে হবে।

১৮. পরীক্ষা শুরুর সময় এবং পরিদর্শক ঘোষণা করার পরেই কোয়েশ্চেন বুকলেটের সিল খোলা যাবে। প্রশ্নপত্র খোলার পরে প্রথমেই পুরো প্রশ্নপত্রটি উলটেপালটে দেখে নিতে হবে সবগুলি পৃষ্ঠা ঠিকঠাক রয়েছে কি না, কোথাও কোনও মুদ্রণের ত্রুটি রয়েছে কি না, কোনও পৃষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, সবগুলো পৃষ্ঠা ঠিকঠাক পড়া যাচ্ছে কি না, ইত্যাদি। কোনও ত্রুটি নজরে এলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষা হলের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের কাছে তৎক্ষণাৎ একই সিরিজ থেকে পুরো একটি নতুন সেট দেওয়ার অনুরোধ জানাবে।

১৯. পরীক্ষা চলার সময় পরীক্ষার্থীরা নিস্তব্ধতা বজায় রাখবে। পরীক্ষা চলার সময় কোনও রকম কথাবার্তা বা ইঙ্গিত বা বিশৃঙ্খলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে। কোনও পরীক্ষার্থী যদি অসদুপায় অবলম্বন করে, তাহলে তার পরীক্ষার্থী পদ বাতিল করা হবে এবং অন্যায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সেন্টার-ইন-চার্জ তাকে বরাবরের জন্য বা কোনও পেপারে কিছু মেয়াদের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত করতে পারেন।

২০. প্রশ্ন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে পরিদর্শকের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা যাবে না।

২১. কোয়েশ্চেন বুকলেটে দেওয়া নির্ধারিত স্থানের মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় রাফ ওয়ার্ক করতে হবে।

২২. পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া কোনও পরীক্ষার্থী তার আসন ছেড়ে যেতে পারবে না।

২৩. পরীক্ষা শেষের পর সবগুলি OMR সংগ্রহ ও মিলিয়ে নেওয়ার আগে কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হল ছেড়ে বেরোনোর অনুমতি পাবে না।

২৪. পরীক্ষা শেষের পর পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ কোয়েশ্চেন বুকলেট সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

২৫. নিজের বদলে অন্য কোনও পরীক্ষার্থীর আসনে বসে থাকা অবস্থায় কোনও পরীক্ষার্থীকে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওই পেপারের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

২৬. ভুয়ো কোনও পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার্থীপদ বাতিল করা হবে।

২৭. পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে যোগাযোগ করতে হবে এখানে:

কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস
ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশস বোর্ড
একিউ-১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১
এগজামিনেশন হেল্পডেস্ক: শুল্কমুক্ত হেল্পলাইন নম্বর- ১৮০০-৩৪৫০-০৫০, ০৩৩-২৩৬৭ ১১৪৯/৫৯/৯৯
ই-মেল: www.wbjeeb.in ওয়েবসাইটে দেওয়া <Contact Us> লিঙ্ক